MAY 31 2001

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ .... পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রীর সাময়িক সনদপত্র সংগ্রহে শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগ

স্টাফ রিপোর্টার ॥ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অবর্ণনীয় দুর্ভোগ আর হয়রানির মোকাবিলা করে হাজার হাজার শিক্ষার্থীকে ডিগ্রীর (স্নাতক) সাময়িক সনদপত্র সংগ্রহ করতে হচ্ছে। মঙ্গলবার বিকাল ৩টায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, সার্টিফিকেট সেকশনের বাইরে কয়েক হাজার শিক্ষার্থী লাইন দিয়ে জড়ো হয়ে সনদপত্রের জন্য অপেক্ষা করছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের খামখেয়ালি, দালালদের উৎপাত, আনসারদের হয়রানি শেষে অনেকে সনদপত্র সংগ্রহ করতে পারছে, অনেকে পারছে না। এক পর্যায়ে সনদপত্র নিতে আসা শিক্ষার্থীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করলে ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। উল্লেখ্য, চলতি মাসের ৬ তারিখ থেকে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদের জন্য আবেদনপত্র চাওয়া হয়েছে। অন্যদিকে মাস্টার্সে প্রাইভেট ভর্তির শেষ তারিখ আগামী ৭ জুন। এ জন্য স্নাতক ডিগ্রীধারীরা বিশেষ করে ১৯৯৮, ১৯৯৯ ও ২০০০ সালে যারা পাস করেছে তারা সাময়িক সনদপত্র সংগ্রহ করছে। মে মাস জুড়েই সনদপত্র সংগ্রহের এই উপচে পড়া ভিড় লেগেই আছে। এই ভিড়কে পুঁজি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারী ও কর্তব্যরত আনসার শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। সনদপত্র তোলার জন্য টাকা জমা দেয়ার স্লিপ জমা দিতে গিয়ে ঘুষ দিতে হচ্ছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। আবার নির্ধারিত সময়েই সনদপত্র তুলতে দিতে হচ্ছে অতিরিক্ত টাকা, সর্বোপরি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম-কানুন সম্পূর্ণরূপে ভঙ্গ করে সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য দ্বিগুণ টাকা নেয়া হচ্ছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মে রয়েছে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সার্টিফিকেট সরবরাহ নিতে ২০০ টাকা জমা দিতে হবে। পক্ষান্তরে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে নিলে দিতে হবে ১০০ টাকা। কিন্তু মঙ্গলবার এই প্রতিবেদকের সঙ্গে আলাপকালে সনদপত্র নিতে আসা সকল শিক্ষার্থীই জানিয়েছে, তাদের সবার কাছ থেকেই ২০০ টাকা করে নেয়া হয়েছে। অথচ সনদপত্র দেয়া হচ্ছে ৩/৪ দিন কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে সপ্তাহ বা পক্ষকাল পরে।